যুগান্তর

তারিখ ... 0 8 MAR 2018 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৪ ...

ব্যানবেইসের সর্বশেষ সমীক্ষায় তথ্য

শিক্ষায় এগিয়ে নারী

মুসতাক আহমদ

দেশে কোনো কাজে রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও ঐকমত্য থাকলে তার ফলাফল কী হতে পারে এর অনন্য দৃষ্টান্ত নারী শিক্ষা। ১৯৯০ সালের পর থেকে প্রায় ২৮ বছর দেশের শাসনক্ষমতায় থাকা সব সরকারই শিক্ষায় নারীর অংশ গ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে অভিন্ন নীতি অনুসরণ করেছে। যার ফলশ্রুতিতে বর্তমানে সার্বিকভাবে শিক্ষায় পুরুষের তুলনায় নারীর অংশগ্রহণ বেশি। প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে ৫০ দশমিক ৫৪ শতাংশই নারী। এর মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় প্রায় শতভাগ ছাত্রী অংশ নিচ্ছে। এই দুই স্তরে ছাত্রের তুলনায় ছাত্রী সংখ্যা বেশি। উচ্চ মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষায়ও ছাত্রীর অংশগ্রহণ দিন দিন বাড়ছে। বিশেষ করে উচ্চ মাধ্যমিকে ছাত্র-ছাত্রীর হারে দেশ প্রায় সমতা অর্জনের পথে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, শিক্ষার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বে রোল মডেল। এ সফলতার পেছনে বড় অবদান রেখে আসছে মেয়েরাই। সে কারণে নারী দিবসে আমি দেশের নারীসমাজকে অভিনন্দন জানাই।

নারী শিক্ষার্থীর হার ৫০ দশমিক ৫৪ শতাংশ

প্রাথমিক ও মাধ্যমিকে ছাত্রী বেশি, উচ্চ মাধ্যমিকে সমতা অর্জনের পথে

মাদ্রাসা শিক্ষায় ছাত্রীর অংশগ্রহণ ছাত্রের চেয়ে ১০ শতাংশ বেশি

তিনি বলেন, নারীরা এই যে এগিয়ে এসেছে, এর নেপথ্যে কাজ করেছে একটি জিনিস- 'সামাজিক চুক্তি'। সমাজে গতিশীলতা থাকলে নারীর শিক্ষায় অংশগ্রহণ বাড়ে। শিক্ষায় ভারতের মতো দেশেও বৈষম্য আছে। সেখানে দলিত শ্রেণী বা নিম্নবর্ণের মানুষ এখনও বৈষম্যের শিকার। পাকিস্তানের অবস্থা তো আরও করুণ। কিন্তু বাংলাদেশে সে পরিস্থিতি অনেক কমেছে। এর থেকে প্রমাণিত হয়, কিছু ব্যক্তির উগ্রবাদিতার কাছে উদার নৈতিক চিন্তা এখনও হারিয়ে যায়নি।

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) ২৭ ফেব্রুয়ারি শিক্ষার সর্বশেষ চালচিত্র নিয়ে একটি সমীক্ষা প্রকাশ করে। সংস্থাটির তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে প্রাথমিকে মোট ছাত্রছাত্রীর মধ্যে প্রায় ৫১ শতাংশ ছাত্রী। মাধ্যমিকে মোট শিক্ষার্থীর ৫৪ শতাংশের বেশি ছাত্রী। এইচএসসি পর্যায়ে নারী-পুরুষের সমতা প্রায় প্রতিষ্ঠার পথে। ওই স্তরে ছাত্রীর অংশগ্রহণের হার ৪৮ দশমিক ৩৮ শতাংশ।

কয়েক বছর ধরে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসি), জেএসসি-জেডিসি এবং এসএসসি পরীক্ষার পরিসংখ্যানেও দেখা গেছে, অংশগ্রহণেই শুধু বেশি নয়, সফলতায়ও নারীর হার বেশি। গত ডিসেম্বরে পিইসি এবং জেএসসি-জেডিসির ফল প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে পিইসিতে মোট অংশগ্রহণকারী ছাত্রীর মধ্যে ৯৫ দশমিক ৪০ শতাংশই উত্তীর্ণ হয়েছে। কিন্তু মোট অংশগ্রহণকারী ছাত্রের মধ্যে পাস করেছে ৯৪ দশমিক ৯৩ শতাংশ। সর্বোচ্চ সাফল্যের মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত জিপিএ-৫ প্রাপ্তির দিক থেকেও ছাত্রী বেশি। ১১৫৫৪৮ জন ছাত্র জিপিএ-৫ পেয়েছে। সেখানে ছাত্রীদের মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৪৭০৬১ জন। অপরদিকে জেএসসি-জেডিসিতে অংশগ্রহণকারী মোট ছাত্রের মধ্যে পাসের হার ৮৩ দশমিক ৫৬ শতাংশ। অথচ ছাত্রীদের মধ্যে পাসের হার ৮৩ দশমিক ৭৩ শতাংশ। এসএসসি-এইচএসসিতেও সাফল্যে নারীরা এগিয়ে।

ব্যানবেইসের উল্লিখিত সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী, বিভিন্ন ধারার আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি প্রফেশনাল, কারিগরি ও শিক্ষক শিক্ষায়ও নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে। নারী শিক্ষার অগ্রগতিতে ধর্মকে অনেকেই প্রতিবন্ধক হিসেবে মনে করে থাকেন। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষায় ছাত্রের চেয়ে ছাত্রীর অংশগ্রহণ ১০ শতাংশ বেশি। বর্তমানে মাদ্রাসার মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে ৫৫ শতাংশের বেশি ছাত্রী। উচ্চ শিক্ষায়ও দিন দিন বাড়ছে নারী। এই স্তরে বর্তমানে ৩২ দশমিক ৫৭ শতাংশ ছাত্রী। এছাড়া শিক্ষক শিক্ষায় নারীর হার ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

শিক্ষায় এগিয়ে নারী

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

৬০ দশমিক ৬১ শতাংশ। কারিগরি ও ভোকেশনালে ২৪ শতাংশ, প্রফেশনাল শিক্ষায় ৪৫ দশমিক ৫৩ শতাংশ এবং ইংরেজি মাধ্যমে ছাত্রীর হার ৩৮ দশমিক ২৫ শতাংশ।

রাজধানীর শেখ বোরহানুদ্দীন পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজের ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক আকলিমা বেগম বলেন, শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ বা সাফল্য আগের চেয়ে বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনার চেয়ে এই মুহূর্তে জরুরি নারীর অগ্রগতিতে কী কী প্রতিবন্ধক আছে তা চিহ্নিত করা। সমাজে সচেতনতা বাড়লেও এখনও নারীর প্রতি বৈষম্য আছে। পরিবার থেকে শুরু করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সর্বত্র কন্যাশিশুর নিরাপত্তাহীনতা বিরাজমান। নারী শিক্ষায় বিনিয়োগ এখনও তুলনামূলক কম। কর্মস্থলে পুরুষ সহকর্মীর ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির ঘাটতি প্রকট।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, এটা ঠিক যে নারী শিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে এখনও প্রতিবন্ধকতা আছে। দেশে নতুন করে বাল্যবিবাহের প্রকোপ বেড়েছে। বাল্যবিবাহের নানা কারণের একটি নিরাপত্তাহীনতা। নারী প্রগতির ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে ধর্ষণ, নিগ্রহ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে চলার পথে নিরাপত্তাহীনতা, সাইবার ক্রাইম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নামধারীদের হাতে ছাত্রী নিগ্রহ, চাকরিতে প্রবেশে বৈষম্য, অর্থপূর্ণ কর্মসংস্থানের ঘাটতি ইত্যাদি অন্যতম। এসবের কারণ খুঁজে প্রতিকার ব্যবস্থা নিতে হবে। আইনের যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে। ক্লাসরুমে পাঠদান নিশ্চিত হলে কোনো ছাত্রীকে শিক্ষকের বাসায় যেতে হবে না। সে ক্ষেত্রে ছাত্রীর নিরাপত্তার শঙ্কা কিছুটা কমবে।